সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

হায়াতুত তাবিয়ীন-এর আলোকে সংকলিত

সাহাবীদের সাহচর্যে

আলোকিত তাবেয়ীদের জীবনী

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সাহাবীদের সাহচর্যে **আলোকিত তাবেয়ীদের জীবনী**

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ-এ মুদ্রিত
প্রথম প্রকাশ : শাবান ১৪৪৩ / মার্চ ২০২২
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : বুক সলিউশন, ঢাকা
ISBN : 978-984-95997-0-8
মূল্য : ৳৭০০ (সাত শত টাকা মাত্র) Price : US $15

অনলাইন শপ
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে ইতোমধ্যে সীরাত, সাহাবায়ে কেরাম ও নারী তাবেয়ীদের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। আল্লহামদুলিল্লাহ, শুরু থেকে মুসলিম মনীষীগণের জীবনী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখেছে, তাতে এবার যোগ হচ্ছে কয়েকজন বিশিষ্ট তাবেয়ীদের জীবনী। গ্রন্থটির নাম রাখা হয়েছে *সাহাবীদের সাহচর্যে আলোকিত তাবেয়ীদের জীবনী*।

বক্ষমাণ গ্রন্থটি মূলত *দারুল মারিফা*, বৈরুত থেকে প্রকাশিত এবং প্রসিদ্ধ আরব কবি ও সাহিত্যিক মুহাম্মাদ রাজি হসান কান্নাস কর্তৃক রচিত *হায়াতুত তাবিয়ীন*-এর আলোকে সংকলন করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ও সূত্র থেকে তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করে গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে। আর এই দুরূহ কাজটি করেছেন সমকালীন বিদগ্ধ লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। তিনি এ গ্রন্থে সাঁইত্রিশজন তাবেয়ীদের জীবনী খুবই সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে তার আরও দুটি অনূদিত গ্রন্থ—*মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন* এবং *নারী তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন*—প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজ কবুল করেন এবং এর পাঠকদের উপকৃত করেন।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। যারা এ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
২৩ মার্চ ২০২২

ভূমিকা

তাবেয়ীর পরিচয়

তাবেয়ী হচ্ছেন—যারা নবুয়তের যুগের পরে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গ পেয়েছেন। তাবেয়ীর সংজ্ঞায় মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী রহ. (মৃ. ৪৬৩/১০৭০) এ সম্পর্কে লিখেছেন, তাবেয়ী তিনি, যিনি সাহাবীদের সংস্পর্শে ছিলেন।[১]

এ সংজ্ঞানুযায়ী সাহাবীর সাথে নিছক সাক্ষাৎলাভই তাবেয়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং সাহাবীর সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করাও আবশ্যক; কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হলো এর বিপরীত। তাদের মতে : তাবেয়ী তিনি, যিনি কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, যদিও সংস্পর্শে থাকেননি।[২]

ইমাম নববী ও আল্লামা সুয়ূতী রহ.-এর মতে এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। এ কারণেই ইমাম মুসলিম রহ. (মৃ. ২৬১/৮৭৫) ও ইবনে হিব্বান রহ. (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) আ'মাশ রহ. (মৃ. ১৪৮/৭৬৫)-কে তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। কেননা, সাহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু (মৃ. ৯৩/৭১২)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে তার থেকে হাদীস শুনেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। ইবনে হিব্বান রহ. এ-ব্যাপারে সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎকালে তাবেয়ীর মধ্যে বুদ্ধি ও ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকার বিষয়টিও শর্ত হিসেবে আরোপ করেছেন; তিনি বলেছেন, সাক্ষাতের সময় তিনি অল্পবয়স্ক হয়ে থাকলে এবং যা-কিছু শুনেছেন এর পূর্ণ হেফাযত ও সংরক্ষণে সামর্থ্য না হলে সাহাবীর সাথে তার নিছক সাক্ষাৎলাভের কোনো মূল্যই নেই।[৩]

---

[১] *তাদরীবরুর রাবী*, সুয়ূতী : ২/২৩৪।
[২] *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত* , আবু যাহূ : ১৭২।
[৩] *তাদরীবরুর রাবী*, সুয়ূতী : ২/২৩৫।

এ কারণেই খালফ ইবনে খলীফা রহ.-কে তাবে-তাবেয়ীনের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। যদিও তিনি সাহাবী আমর ইবনে হারীস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণেই তাকে তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার প্রজন্ম। এরপর তাদের পরে যারা, তারা। এরপর তাদের পরে যারা, তারা। অতঃপর এমন কওম আসবে—যাদের সাক্ষ্য হলফের পেছনে, হলফ সাক্ষ্যের পেছনে ছোটাছুটি করবে।'

ইমাম নববী রহ. বলেন, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রজন্ম হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। দ্বিতীয় প্রজন্ম হচ্ছেন তাবেয়ীগণ। তৃতীয় প্রজন্ম হচ্ছেন তাবে-তাবেয়ীগণ।[৪] হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, হাদীসের বাণী : 'এরপর তাদের পরে যারা'; অর্থাৎ তাদের পরের প্রজন্ম। তারা হচ্ছেন তাবেয়ীগণ। 'এরপর তাদের পরে যারা'; তারা হচ্ছেন তাবে-তাবেয়ীগণ।[৫]

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেছেন, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটি অর্থাৎ প্রজন্ম বিশেষ কোনো সময়-সীমাতে আবদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রজন্ম হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম। নবুয়তের শুরু থেকে সর্বশেষ সাহাবীর মৃত্যু পর্যন্ত ১২০ বছর এ প্রজন্মের সময়কাল। তাবেয়ী-প্রজন্মের সময়কাল ১০০ হিজরী থেকে ৭০ বছর। আর তাবে-তাবেয়ী প্রজন্মের সময়কাল এরপর থেকে ২২০ হিজরী পর্যন্ত। এ-সময়ে ব্যাপকভাবে বিদআতের উদ্ভব ঘটে। মু'তাযিলারা তাদের মুখের লাগাম খুলে দেয়। দার্শনিকেরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দ্বীনদার আলিমদেরকে 'কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি' এই মতবাদ মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এভাবে গোটা পরিস্থিতি ওলট-পালট যায়। এভাবে আজ অবধি দ্বীনদারি হ্রাস পেয়েই যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর বাস্তব নমুনা যেন ফুটে উঠেছে : 'এরপর মিথ্যা ব্যাপক হারে দেখা দেবে।'[৬]

[৪] *তাদরীবরুর রাবী*: ১৬/৮৫।
[৫] *ফাতহুল বারী* : ৭/৬।
[৬] *মিরকাতুল মাফাতীহ* : ৯/৩৮৭৮।

তাবেয়ীদের মর্যাদা

মর্যাদাগত দিক দিয়ে সাহাবীদের পরই তাবেয়ীদের স্থান। তাদের এ উচ্চ মর্যাদার কথা কুরআন-সুন্নাহয়ও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন; আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা তাওবা, ৯ : ১০০)

পবিত্র কুরআনের এ-আয়াতে মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের পরেই তাবেয়ীদের কথা বলা হয়েছে। তারা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যেমন সাহাবীদের অনুসারী, তেমনি কালের দিক দিয়েও তারা সাহাবীদেরই উত্তরসূরি। এ কারণেই প্রচলিত পরিভাষায় তাদেরকে তাবেয়ীন (পরবর্তী বা অনুসারী) বলা হয়েছে। তাবেয়ীদের মর্যাদা-প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটিও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবেয়ীগণ। এরপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ীগণ।[৭]

অপর একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সৌভাগ্যবান তারা, যারা আমাকে স্বচক্ষে দেখেছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আর তারাও সৌভাগ্যবান, যারা আমাকে দেখেছে, এমন লোকদের দেখেছে।[৮]

[৭] *মিরকাতুল মাফাতীহ* : পৃ ৪১।
[৮] প্রাগুক্ত : পৃ ৪১।

আমাদের এ আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, যে, ইসলামী দুনিয়ায় তাবেয়ীদের বিরাট আসন ও উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। সাহাবীদের পর তারাই হলেন এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। বস্তুত তাকওয়া, দ্বীনদারী ও আমলী যিন্দেগীর ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণ ছিলেন সাহাবীদেরই প্রতিবিম্ব। তারা একদিকে যেমন সাহাবীদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেন, অপরদিকে তারা সেই সময়ের বিস্তৃত মুসলিম-সমাজের দিকে দিকে, কোণে কোণে এর ব্যাপক প্রচারকার্যও সম্পাদন করেন। সাহাবীদের কাছ থেকে ইল মগ্রহণ ও পরবর্তীকালের অনাগত মুসলিমদের কাছে তা পৌঁছানোর জন্য কার্যত তারাই মাধ্যম হয়েছিলেন। মূলত এসব কারণেই তাবেয়ীগণ এ-রকম সুমহান মর্যাদার আসনে সমাসীন হন।

হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে বহুসংখ্যক তাবেয়ী ইলমে হাদীসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। স্থানের উল্লেখসহ তাদের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম ও জন্ম-মৃত্যুর সন নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

মদীনা : সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ. (১৫/৬৩৪-৯৪/৭১৩), উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহ. (২২/৬৪২-৯৪/৭১৩), আবু বকর ইবনে আবদির রহমান হারিস রহ. (মৃ. ৯৪/৭১৩), উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে উতবা রহ. (মৃ. ৯৯/৭১৮), সালিম ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনে উমর রহ. (মৃ. ১০৬/৭২৫), সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ. (মৃ. ৯৩/৭১২), কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর রহ. (মৃ. ১১২/৭৩১), নাফি মাওলা ইবনে উমর রহ. (মৃ. ১১৭/৭৩৬), ইবনে শিহাব যুহরী রহ. (মৃ. ১২৪/৭৪৩), আবু যিনাদ রহ. (মৃ. ১৩০/৭৪৮)।

মক্কা : ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস রহ. (মৃত্যু ১০৫/৭২৪), আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. (মৃ. ১১৫/৭৩৪), আবু যুবাইর মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম রহ. (মৃ. ১২৮/৭৪৭)।

কূফা : শাবী আমির ইবনে শুরাহবীল রহ. (মৃ. ১০৪/৭২৩), ইবরাহীম নাখয়ী রহ. (মৃ. ৯৬/৭১৫), আলকামা ইবনে কায়েস ইবনে হিব্বান রহ., আবদুল্লাহ নাখয়ী রহ. (মৃ. ৬২/৬৮০)।

বসরা : হাসান আল-বাসরী রহ. (মৃ. ১১০/৭২৯), মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. (মৃ. ১১০/৭২৯), কাতাদা ইবনে যাআমা দাওসী রহ. (মৃ. ১১৭/৭৩৬)।

সিরিয়া : উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. (মৃত্যু ১০১/৭২০), মাকহুল রহ. (মৃ. ১১৮/৭৩৭), কুবাইসা ইবনে যুওয়াইয়িব রহ. (মৃ. ৮৬/৭০৫), কাআব আল-আহবার রহ. (মৃ. ৩২/৬৩২)।

মিসর : আবুল খায়র মারসাদ ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-ইনী রহ. (মৃ. ৯০/৭০৯), ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব রহ. (মৃ. ১২৮/৭৪৭)।

ইয়ামান : তাউস ইবনে কায়েসান ইয়ামানী হিমইয়ারী রহ. (মৃ. ১০৬/৭২৫), ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. (মৃ. ১১০/৭২৯)।[৯]

রিজালশাস্ত্রে তাবেয়ীদের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বক্ষমাণ গ্রন্থ—*সাহাবীদের সাহচর্যে আলোকিত তাবেয়ীদের জীবনী*—এ বিশিষ্ট কয়েকজন তাবেয়ীর সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
চট্টগ্রাম

১২ মার্চ ২০২২

[৯] *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত* , আবু যাহূ : ১৯২।

সূচিপত্র

১। হাসান আল-বাসরী রহ. ১৩
২। মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. ৭১
৩। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. ৭৭
৪। সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. ১০৮
৫। ওয়াইস আল-কারনী রহ. ১২২
৬। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. ১৫১
৭। আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. ১৮৯
৮। আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. ১৯৪
৯। আবু জাফর আল-বাকির রহ. ২০১
১০। আবু মুসলিম খাওলানী রহ. ২০৯
১১। আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী রহ. ২১৯
১২। আমর ইবনে দীনার রহ. ২২১
১৩। আমির ইবনে শুরাহীল শা'বী রহ. ২২৩
১৪। আমির ইবনে আবদিল্লাহ রহ. ২৩৪
১৫। আলকামা ইবনে কায়েস রহ. ২৪৮
১৬। আলী ইবনুল হুসাইন রহ. ২৫২
১৭। আহনাফ ইবনে কায়েস রহ. ২৬৮
১৮। ইকরিমা রহ. ৩০৫
১৯। ইবরাহীম নাখয়ী রহ. ৩০৯
২০। ইয়াস ইবনে মুআবিয়া রহ. ৩১৩
২১। উরওয়া ইবনে যুবাইর রহ. ৩২২
২২। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. ৩২৯
২৩। তাউস ইবনে কায়েসান রহ. ৩৪৩
২৪। বিলাল ইবনে সাআদ রহ. ৩৬০
২৫। মাসরূক ইবনুল আজদা রহ. ৩৬৩

২৬। মায়মূন ইবনে মিহরান রহ. ৩৬৭
২৭। মুজাহিদ ইবনে জাবর রহ. ৩৭৬
২৮। মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর রহ. ৩৭৯
২৯। ইমাম আবু হানীফা রহ. ৩৮৪
৩০। মুসলিম ইবনে ইয়াসার রহ. ৪৩৮
৩১। ইবনে শিহাব রহ. ৪৪১
৩২। রাবী ইবনে খুসাইম রহ. ৪৪৭
৩৩। রাবীয়াতুর রায় রহ. ৪৫১
৩৪। কাযী শুরাইহ ইবনুল হারিস রহ. ৪৫৬
৩৫। সায়ীদ ইবনে যুবাইর রহ. ৪৬৭
৩৬। সিলাহ ইবনে আশইয়াম আদাবী রহ. ৪৭১
৩৭। সালামাহ ইবনে দীনার রহ. ৪৭৬

১

হাসান আল-বাসরী রহ.

নাম ও বংশ

আমাদের আলোচ্য মনীষীর নাম : হাসান। উপনাম : আবু সায়ীদ। পিতার নাম ইয়াসার। পিতার উপনাম : আবুল হাসান। ইয়াসার ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত দাস।[১০] হাসানের মায়ের নাম খাইরা। তিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার আযাদকৃত দাসী।[১১] হাসান রহ.-এর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। ১২ হিজরীতে ইরাক বিজিত হলে ইয়াসার বন্দী হয়ে মদীনায় আসেন ও ইসলামগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহার দাসী খাইরার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।[১২]

জন্ম ও তাহনীক

২১ হিজরী মোতাবেক ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালের দুই বছর বাকি থাকতে এ দম্পতিরই ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন হাসান।[১৩] ভূমিষ্ট হওয়ার পর হাসানকে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি নিজ হাতে তাকে তাহনীক করান।[১৪] তারপর তিনি বললেন, শিশুটি দেখতে বেশ সুন্দর হয়েছে, তোমরা এর নাম রেখো হাসান।

উম্মে সালামা রা.-এর দুগ্ধপান

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে সংবাদবাহক এ সুখবর নিয়ে এলো যে, তার দাসী খায়রা একজন পুত্রসন্তান জন্ম দিয়েছে।

[১০] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* : ৪/৫৬৩।
[১১] *তাহযীবুল কামাল* : ১/২৫৫।
[১২] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* : ৪/৫৬৪।
[১৩] *শাযারাতুয যাহাব* : ১/১৩৬।
[১৪] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৩৩।

উম্মুল মুমিনীন রাযিয়াল্লাহু আনহার অন্তর খুশিতে ভরে গেল এবং তার গম্ভীর মুখমণ্ডল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি সাথে সাথে লোক পাঠালেন, সদ্যজাত শিশু ও তার মাকে নিয়ে আসার জন্য, যাতে শিশুর মা সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার কাছে থাকতে পারে। উল্লেখ্য, খায়রা ছিল উম্মুল মুমিনীনের অতি প্রিয় দাসী। তিনি তার সন্তানপ্রসবের এ খবরটি পাওয়ার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তাই তার পুত্রসন্তান প্রসবের খবর শুনে মা ও সন্তানকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খায়রা তার সদ্যজাত শিশুকে কোলে করে উম্মুল মুমিনীনের কাছে চলে এলেন। শিশুটির ওপর চোখ পড়তেই তার প্রতি উম্মুল মুমিনীনের অন্তরে গভীর মায়ার সৃষ্টি হয় এবং প্রশান্তিতে অন্তর ভরে যায়। শিশুটির ছিল দৃষ্টিকাড়া মায়াবী ও সুন্দর চেহারা। যে দেখত তারই অন্তরে শিশুটির জন্য মায়া-মমতা সৃষ্টি হয়ে যেত।[১৫]

হাসানের জন্মগ্রহণের এ আনন্দ কেবল উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরেই সীমিত থাকেনি; বরং এ আনন্দে মদীনার আরও একটি গৃহ অংশগ্রহণ করে। সে ঘরটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাতিবে ওহী (ওহী-লেখক) মহান সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর। কারণ, শিশু হাসানের পিতা ইয়াসার হলেন যায়েদের সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তি। এই শিশু হাসান ইবনে ইয়াসার—যিনি পরবর্তীকালে হাসান আল-বাসরী নামে প্রসিদ্ধ হন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি পরিবারে অর্থাৎ উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন।

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে ছিলেন, কেমন ছিলেন—তার কিঞ্চিত ধারণা আমরা শুরুতে দিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদের মধ্যে বিদ্যা ও হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পরেই যার স্থান। যার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৩৮৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সেই জাহেলী আরব সমাজে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী কিছু লিখতে-পড়তে জানতেন, তিনি তাদেরই একজন।

[১৫] *সিয়ারুস সাহাবাহ* : ৭/৭৫; *তাবেয়ীদের জীবনকথা* : ১/২৬।